রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

২০২১ সনের ৪৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৯, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৯৩—৬৯৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৮৩—১৪৯৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৫৩—১৪৮৭

	পৃষ্ঠা নং
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০২ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৩.২০(বিমা)-৩২২**—যেহেতু, জনাব জয়নাল মোল্লা (পরিচিতি নম্বর২০৪৭৮), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় ইতোপূর্বে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এ কর্মরত থাকাকালীন তার সহকর্মী বেগম কোহিনুর আক্তার (পরিচিতি নম্বর: ২০৪৮০) সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী প্রধান), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর সাথে দীর্ঘদিন অনৈতিক সম্পর্ক ছিল এবং উক্ত অনৈতিক সম্পর্ক তাদের উভয়ের সম্মতিতে হয়েছে এবং একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে কর্মস্থলে তার এরূপ অশালীন শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং নৈতিক স্খলনজনিত কর্মকাণ্ডের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ৩৬/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২১-১২-২০২০ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং,

যেহেতু, তিনি ১৯-০১-২০২১ তারিখে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ করেন এবং সে অনুযায়ী ২৪-০২-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত বোর্ড গত ০৫-০৯-২০২১ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতে উল্লেখ করেন যে,

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জয়নাল মোল্লা (পরিচিতি নম্বর ২০৪৭৮) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক কেন তাঁকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড বা বধিমালায় বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক ১৪-০৯-২০২১ তারিখ ২৮০ নম্বর স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৩-০৯-২০২১ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাবে অভিযুক্ত কোহিনুর আক্তারের সাথে তার পারস্পরিক সম্মতিতে অনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি মর্মে তিনি উল্লেখ করেন এবং তিনি সাক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা অপ্রমাণিত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনে, প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, তদন্ত বোর্ড যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং তদন্ত বোর্ডের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী জনাব জয়নাল মোল্লা একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কর্মস্থলে অশালীন শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং নৈতিক স্খলনজনিত কর্মকাণ্ড করেছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ, এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্শে তদন্ত বোর্ড মন্তব্য করেছেন;

সেহেতু, জনাব জয়নাল মোল্লা (পরিচিতি নম্বরঃ ২০৪৭৮), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী প্রধান ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁর 'পদোন্নতি আগামী ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার' লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৪-২০(বিমা)-৩২৩**—যেহেতু, বেগম কোহিনুর আক্তার (পরিচিতি নম্বরঃ ২০৪৮০), সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী প্রধান), ইতোপূর্বে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন তার সহকর্মী জনাব জয়নাল মোল্লা (পরিচিতি নম্বরঃ ২০৪৭৮), প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর সাথে দীর্ঘ দিন অনৈতিক সম্পর্ক ছিল এবং উক্ত অনৈতিক সম্পর্ক তাদের উভয়ের সম্মতিতে হয়েছে এবং একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে কর্মস্থলে তার এরূপ অশালীন শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং নৈতিক স্খলনজনিত কর্মকাণ্ডের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ৩৭/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২১-১২-২০২০ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কৈফিয়ত তলব করা হয়, এবং

যেহেতু, তিনি ২০-০১-২০২১ তারিখে খৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ করেন এবং সে অনুযায়ী ০৩-০৩-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত বোর্ড গত ০৫-০৯-২০২১ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম কোহিনুর আক্তার (পরিচিতি নম্বরঃ ২০৪৮০) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮এর ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক কেন তাঁকে 'চাকরি হতে হতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড বা বিধিমালায় বর্ণিত অন্য কোনো গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক ১৪-০৯-২০২১ তারিখে ২৮১ নম্বর স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৩-০৯-২০২১ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাবে অভিযুক্ত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত মতামত অস্বীকার করেন এবং জয়নাল মোল্লার সাথে সম্পর্কের বিষয়টি তিনি স্বীকার করেন তবে তা সমঝোতার ভিত্তিতে নয় বরং তাকে হুমকির মুখে এ সম্পর্ক সহ্য করে যেতে হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদানরে জন্য প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, তদন্ত বোর্ড যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং তদন্ত বোর্ডের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বেগম কোহিনুর আক্তার (পরিচিতি নম্বরঃ ২০৪৮০) একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কর্মস্থলে তার সম্মতিতে অশালীন শিষ্টাচার বহির্ভূত এবং নৈতিক স্খলনজনিত কর্মকাণ্ড করেছেন বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত বোর্ড মন্তব্য করেছেন;

সেহেতু, বেগম কোহিনুর আক্তার (পরিচিতি নম্বরঃ ২০৪৮০), সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী প্রধান), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী তাকে 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম

সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৮ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১০ অক্টোবর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১৭.২১(বিমা)-৪১৬—যেহেতু, জনাব মাহমুদা পারভীন (পরিচিতি নং ১৬৮৮৯), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাজাহানপুর, বগুড়া বর্তমানে উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী গত ২৪-১০-২০১৯ তারিখ হতে ২৮-১২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাজাহানপুর, হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে শাজাহানপুর উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের মানিকদিপা নামক স্থানে ৯টি গৃহ নির্মাণ করেছেন, যার স্থান নির্বাচন সঠিক না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতে ঘরগুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৭-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮৪.২৭.০১৭.২১(বিমা)-২৫৯ নং স্মারকে এই অভিযোগের উপর কারণ দর্শাতে বলা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে ০৪-০৮-২০২১ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ০৪-১০-২০২১ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে বলেন আশ্রয়ণ প্রকল্পের গৃহ নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, অপর পক্ষে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন প্রকল্প কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত স্থান উপকারভোগীদের জীবন জীবিকার জন্য অত্যন্ত উপযোগী বিবেচনায় ও অতীতে কখনো উক্ত এলাকায় পানি জমার রেকর্ড না থাকায় এ জমিতে গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং জানুয়ারি মাসে হস্তান্তরের পর হতে উপকারভোগীরা বর্তমান পর্যন্ত গৃহগুলিতে বসবাস করছে; এবং

৪। যেহেতু, মাহমুদা পারভীন ব্যক্তিগত শুনানিকালে আরো জানান জুলাই মাসে অতিবৃষ্টি এবং স্থানীয় জেলেগণ মাছ ধরার জন্য খালের নালামুখে জাল ও মাছধরার অন্যান্য সামগ্রী ফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে গৃহসন্নিহিত এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তীকালে স্থানীয় প্রশাসন খালের নালামুখ উন্মুক্ত করার পর দ্রুত পানি নেমে যেয়ে জলাবদ্ধতা নিরাময় হয়; এবং

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য ও নথি পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, বিষয়টি তাঁর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল এবং স্থান নির্বাচনের সময় স্থানটির গুরুত্ব বিবেচনায়, অর্থাৎ কাছাকাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও গ্রোথ সেন্টার থাকার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানটি উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকল্পের গৃহ নির্মাণের জন্য বাছাই করা হয়; এবং

৬। যেহেতু, নথি পর্যালোচনা, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব ও বক্তব্য পর্যালোচনায় জনাব মাহমুদা পারভীন এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ আমলযোগ্য বা শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৭। সেহেতু, জনাব মাহমুদা পারভীন (পরিচিতি নং ১৬৮৮৯), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাজাহানপুর, বগুড়া বর্তমানে উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রাথমিকভাবে আনীত অভিযোগসমূহের উপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অগ্রসর হওয়ার মত পর্যাপ্ত ও প্রমাণযোগ্য ভিত্তি না থাকায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৮ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৩ অক্টোবর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১৪.২০-১১৬২—যেহেতু বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-এর ২৩ জন কর্মচারী কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৭৬৫৭/২০১১ এর রায়ের বিরুদ্ধে

যথাসময়ে আপিল দায়ের না করার কারণে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩(তিন) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়; বর্ণিত মামলায় রায় ঘোষণার ৪০৭ দিন পর বিপিএটিসি হতে আপিল দায়ের করা হয়; বিলম্বের কারণে আপিল এবং পরবর্তীকালে রিভিউ পিটিশনও খারিজ হয়, ফলে সরকারপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; উক্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাথমিক তদন্তে বেগম নাসরীন সুলতানা (পরিচিতি নম্বরঃ ১৬২১৮), প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি বর্তমানে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন-কে দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়; রিট পিটিশন নং৭৬৫৭/২০১১ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের-এ বিলম্বের কারণ হিসেবে রিট পিটিশনার কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুধাবন করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়া এবং এতে বেগম নাসরীন সুলতানা (পরিচিতি নম্বরঃ ১৬২১৮)-এর অভিজ্ঞতা ও পেশাদারিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়; ঐ পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কর্তব্যকর্মে অবহেলার দায়ে কেন বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তার দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; লিখিত জবাবে বেগম নাসরীন সুলতানা (পরিচিতি নম্বরঃ ১৬২১৮)-এর স্ববিরোধী বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে; জবাবে তিনি উল্লেখ করেছেন মামলার গ্রাউন্ডস জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আপিল দায়ের করা হবে বলে তার ধারণা জন্মায়, অপরদিকে জবাবে আরো উল্লেখ করেছেন যে, "প্রকৃত তথ্য হল প্রথম পর্যায়ে বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষ ৭৬৫৭/২০১১ নং রিট পিটিশনের রায় বাস্তবায়নের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং সে মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত হয়েছিল; এমনকি উক্ত রায় বাস্তবায়নের কার্যক্রম ফলোআপ করার জন্য আমাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল" বিপিএটিসি'র একজন স্থায়ী কর্মকর্তার স্ত্রী এবং বর্ণিত রিট মামলার একজন পিটিশনার কর্মচারীর সন্তান হওয়ায় রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের পরিবর্তে রায় বাস্তবায়নের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়; ফলশ্রুতিতে পিটিশনার কর্মচারীগণ কর্তৃক বেগম নাসরীন সুলতানা (পরিচিতি নম্বরঃ ১৬২১৮)-এর প্রভাবিত হওয়া ও পিটিশনার কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার মানসিকতাও প্রকাশ পায়; বিপিএটিসিতে প্রাপ্ত মাননীয় হাইকোর্টের রায়ের আদেশের গায়ে প্রাক্তন রেক্টর এবং প্রাক্তন পরিচালক (প্রশাসন) জরুরী আপিলের ব্যবস্থা নেয়ার এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও বেগম নাসরীন সুলতানা (পরিচিতি নম্বরঃ ১৬২১৮) মামলার গ্রাউন্ডস জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে উক্ত নথি যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন না করে নিজেই ডেস্ক পর্যায়ে নথিজাত করেন; উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে নির্দেশনা প্রাপ্তির পর নির্দেশনা প্রতিপালন না করা এবং বিষয়টি নির্দেশনা প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন না করে নিজের পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়টি নথিজাত করে কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন; বেগম নাসরীন সুলতানা (পরিচিতি নম্বরঃ ১৬২১৮)-এর উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ)(আ) বিধি মোতাবেক কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন, ২(খ)(ই) বিধি মোতাবেক সরকারের আদেশ এবং নির্দেশ অবজ্ঞাকরণের সামিল এবং একই বিধিমালার ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার নিকট প্রেরণ করা হয়; অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে তিনি যথাসময়ে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন; সে পরিপ্রেক্ষিতে ০৩-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী শেখ মোমেনা মনি (পরিচিতি নম্বর-৬৪৬১), যুগ্মসচিব, উদ্বৃত্ত কর্মচারী অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা শেখ মোমেনা মনি (পরিচিতি নম্বর-৬৪৬১), তদন্ত করে ১৩-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে আনীত অভিযোগের বিষয়ে পুন:তদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ পুন: তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়; সে পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কর্মকর্তা আনীত অভিযোগের বিষয়ে পুন: তদন্ত করে পুন: তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত উভয় তদন্ত প্রতিবেদনে বেগম নাসরীন সুলতানা (পরিচিতি নম্বর: ১৬২১৮)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পুন: তদন্ত করে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-এর ২৩ জন কর্মচারী কর্তৃক দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-৭৬৫৭/২০১১ এর রায়ের বিরুদ্ধে যথাসময়ে আপিল দায়ের না করে মামলায় রায় ঘোষণার ৪০৭ দিন পর বিপিএটিসি হতে আপিল দায়েরের কারণে আপিল এবং পরবর্তীকালে রিভিউ পিটিশন খারিজ হওয়ায় সরকারপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য প্রাথমিক তদন্ত কমিটির চিহ্নিত মতে বেগম নাসরীন সুলতানা দায়ী নন; তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রীট পিটিশন নং-৭৬৫৭/২০১১ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের বিলম্বের কারণ হিসেবে রীট পিটিশনার কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বিধায় উক্ত অভিযোগেও তিনি দোষী নন; তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে রীট পিটিশন নং-৭৬৫৭/২০১১ মামলার রায়ের বিষয়ে বেগম নাসরীন সুলতানা-এর বিরুদ্ধে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুধাবন করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার অভিযোগ তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত হয়নি; অধিকন্তু, বিপিএটিসি'র একজন স্থায়ী কর্মকর্তার স্ত্রী এবং বর্ণিত রীট পিটিশন মামলার একজন পিটিশনার কর্মচারীর সন্তান হওয়ায় রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের পরিবর্তে রায় বাস্তবায়নে বেগম নাসরীন সুলতানা-এর আগ্রহ পরিলক্ষিত হওয়ার কিংবা পিটিশনার কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া অথবা পিটিশনার কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার মানসিকতা প্রকাশের ন্যূনতম কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ তদন্তকালে উপস্থাপিত হয়নি বিধায় এ সকল অভিযোগে বেগম নাসরীন সুলতানা দোষী নন মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করা হয়েছে; প্রতিবেদন মতে, রীট পিটিশন নং-৭৬৫৭/২০১১ মামলার রায়ের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা বিভিন্নরূপ ছিল, বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়েছে এবং যাবতীয় বিষয়াদি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত থাকার বিষয়টি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; তবে, বেগম নাসরীন সুলতানা-এর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অবজ্ঞা করার বা কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনের আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়নি বিধায় উক্তরূপ অভিযোগে তিনি দোষী নন মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা অভিমত প্রদান করেছেন; এছাড়া তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন যে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ)-তে বর্ণিত 'অসদাচরণ'-এর সংজ্ঞানুযায়ী একই বিধিমালার বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অপরাধে বা দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম নাসরীন সুলতানা দোষী নন; এবং

যেহেতু, নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় বেগম নাসরীন সুলতানা (পরিচিতি নম্বর:১৬২১৮)-এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে তিনি অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, বেগম নাসরীন সুলতানা (পরিচিতি নম্বর: ১৬২১৮), প্রক্তন সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), সাভার, ঢাকা বর্তমানে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

সওব্য ২-শাখা

পরিপত্র

তারিখ : ২৮ আশ্বিন ১৪২৮/১৩ অক্টোবর ২০২১

বিষয় : **প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আইসিটি সেলকে বড় ক্যাটেগরি হতে পরিবর্তন করে ৩০টি পদ সম্বলিত ক্যাটেগরি বহির্ভূতকরণ।**

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৫.০২৯.১০(অংশ-১)-২১৮—প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮ মার্চ, ২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫১.০৬.০০৮.১৩-৭০ সংখ্যক পরিপত্রে বর্ণিত প্রমিত পদ-বিন্যাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আইসিটি সেল-এর অবস্থান ক্যাটেগরি বহির্ভূত হিসেবে নিম্নরূপ পদ-বিন্যাস নির্ধারণ করা হলো :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১.	সিস্টেম ম্যানেজার	০১
২.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১
৩.	সিস্টেম এনালিস্ট	০১

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
৪.	সিনিয়র মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০১
৫.	সিনিয়র প্রোগ্রামার	০১
৬.	প্রোগ্রামার	০২
৭.	মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	০৩
৮.	সহকারী প্রোগ্রামার	০৩
৯.	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১০
১০.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১
১১.	কম্পিউটার অপারেটর	০৪
১২.	অফিস সহায়ক	০২
	মোট=	৩০ টি (ত্রিশ)

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ কার্তিক ১৪২৮/১৯ অক্টোবর ২০২১

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৮.০১৭.২১-২২৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৪ আগস্ট ২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.২১১.২৫.০১১.২০-৭৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি'-এর প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত হওয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি (নাডা)'-কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধস্তন দপ্তর হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পুর্ণিয়া আক্তার
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৮.১৫(অংশ-১).২৫৫—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রঃ নং	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	থানার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	আকরান	১২৬	১৪৩০, ২৫৫৭, ২৫৫৮, ২৫৫৯, ২৫৬০, ২৫৬১, ২৫৬২ ও ২৫৬৩	সাভার	ঢাকা	মোট = ৮টি

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. এম. আরিফ পাশা
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৯.০০.০০০০.১৪১.০৬.০০১.২১.৭৩৩—গত ০৮-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ/আইএইচটি/ম্যাটস প্রতিষ্ঠা, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নবায়ন, কোর্স অনুমোদন ইত্যাদি সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আগামী ০২ (দুই) বছরের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রতিপালনের শর্তে বেসরকারি হোপেস হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা এর প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করা হলো:

শর্তসমূহ:

১। কলেজ কর্তৃপক্ষ ৩০০ (তিনশত) টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন যে, বর্ণিত সময়ের মধ্যে ৮৬, নিউ সার্কুলার রোড (মৌচাক মার্কেট সংলগ্ন), মালিবাগ, ঢাকা ঠিকানায় অথবা তৎসংলগ্ন এলাকায় ১০(দশ) শতাংশ জমি উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রয় করে নামজারী করতঃ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড বরাবর দাখিল করবেন। অথবা ৮৬, নিউ সার্কুলার রোড (মৌচাক মার্কেট সংলগ্ন), মালিবাগ, ঢাকা ঠিকানায় নির্মিত ভবন ন্যূনতম ৫,০০০ হাজার বর্গফুট পরিমাপের ফ্লোরস্পেস ক্রয়করতঃ রেজিস্ট্রিমূলে মালিকানার দলিলসমূহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড বরাবর দাখিল করবেন।

২। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড রেগুলেশন ১৯৮৫ এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি গঠন ও অনুমোদন করতে হবে।

৩। বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ কমিটি এবং বোর্ড রেগুলেশন ১৯৮৫ ও নিয়োগ বিধিমালা ২০১৩ অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে।

৪। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুস্তকসহ একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী থাকতে হবে।

৫। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও কেমিকেলসহ একটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরী থাকতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রবিউল আলম
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১২০.২৭.০২৩.০৮(অংশ-১)-২৬৯**—যেহেতু, জনাব মোল্লা মোশাররফ হোসেন, সহকারী পরিচালক (প্রেস), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস ঢাকাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বিল পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থ তছরূপ/আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২১-০৬-২০০৬ তারিখে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের ২ নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় তেজগাঁও থানায় ফৌজদারী মামলা নং ৪৯ দায়ের করা হয়, যা চলমান রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক ফৌজদারী মামলা রুজু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা'র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়। বিভাগীয় মামলা দায়েরের ফলে ১৭-০৯-২০০৯ তারিখ ৪৪০ নং স্মারকে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে ২০-০৬-২০১০ তারিখ ব্যক্তিগত শুনারি জন্য আবেদন করেন এবং তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ১১-০৭-২০১০ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের কক্ষে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৮-০৭-২০১০ তারিখ ২৬৩ নং স্মারকে সাবেক উপসচিব (সওব্য-১)-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তকার্য শেষে ২৭-০৫-২০১৯ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোল্লা মোশাররফ হোসেন এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা'র অভিযোগ যথার্থরূপে এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিমতে যথাক্রমে "অসদাচরণ ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা'র অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে এই বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, পরবর্তীতে অভিযুক্তকারী তাঁর প্রাপ্য বেতন ভাতাদি, অন্যান্য চাকরির সুবিধাসহ সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রহ্যাহারপূর্বক পদোন্নতি প্রদানের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১০৫৬৬/২০১৭ দায়ের করলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত রিট পিটিশনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়েরকৃত লিভ টু আপিল মামলা ২৩২৬/১৮ মহামান্য আপীল আদালত কর্তৃক শুনানি অন্তে খারিজ হয় এবং প্রদত্ত আপীল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হবে না মর্মে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক জানানো হয়;

সেহেতু, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের অধীন গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেসের সহকারী পরিচালক (প্রেস) জনাব মোল্লা মোশাররফ হোসেন এর বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানার মামলা নং-৪৯(০৬)২০০৬ হতে উদ্ভূত বিশেষ মামলা নং ১৩/২০০৯ বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতে চলমান থাকলেও মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১০৫৬৬/১৭ রীট পিটিশন এর প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের নির্দেশ বলবৎ থাকায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আইন ও বিচার বিভাগ এবং বিধি অনুবিভাগের মতামতের আলোকে অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে আবেদনকারীর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক তাঁকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রম

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।